আজকের কাগজ

তারিখ .. 25 FEB 1993
পৃষ্ঠা ... ৯ ... কলাম .. ৩ ...

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে ভিসি আর আই চৌধুরী

ছাত্র-ছাত্রীদের তৈরি 'আচরণ বিধি'র [redacted] লেখাপড়ার পরিবেশ ফিরে এসেছে

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম শহর থেকে ১৬ কিলোমিটার দূরে হাটহাজারী থানায় অবস্থিত। সবুজ শ্যামল পাহাড়ে ঘেরা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ক্রমে ফিরে আসছে। ছাত্রছাত্রীদের প্রাণচাঞ্চল্যে ক্যাম্পাস এখন উৎসবমুখর। ক্যাম্পাস ফিরে পেতে যাচ্ছে তার হারানো ঐতিহ্য। কমে এসেছে সেশনজট। পর্যায়ক্রমে অনুষ্ঠিত হচ্ছে পরীক্ষা ও বিভিন্ন পর্ষদের নির্বাচন। বিরাজ করছে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ। দুই একটি ছোটখাট ঘটনা ছাড়া তেমন উল্লেখযোগ্য কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। সকল ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মী ও সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা ক্যাম্পাসে অবাধে বিচরণ করছে। এটি সকল ছাত্র সংগঠনের ঐকমত্যের ভিত্তিতে রচিত "আচরণবিধি"রই ফলাফল। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে "আচরণ বিধি" একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হতে পারে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীরা সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থ পরিহার করে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়েছে। তারা প্রমাণ করেছে, আন্তরিকতা ও ঐকমত্য থাকলে সেই সঙ্গে প্রশাসনিক সাহায্য সহযোগিতা পাওয়া গেলে শিক্ষার সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক পরিবেশ বজায় রাখা সম্ভব। প্রশ্ন হচ্ছে, শিক্ষার এ সুষ্ঠু স্বাভাবিক পরিবেশ ও ক্যাম্পাসের স্থিতিশীলতা ক'দিন বজায় থাকবে। সম্প্রতি আজকের কাগজের পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিস্থিতি জানতে রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের প্রবীণ শিক্ষক ভিসি অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম চৌধুরীর মুখোমুখি হই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, বর্তমানে ক্যাম্পাসে যে স্বাভাবিক অবস্থা ও শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রয়েছে তার মূলে রয়েছে সাধারণ ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারি এবং বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের সাহায্য সহযোগিতা। সকলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার স্বার্থে তৈরি "আচরণ বিধির" কারণেই লেখাপড়ার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরে এসেছে। কর্তৃপক্ষ আচরণ বিধি চাপিয়ে দেয়নি। কর্তৃপক্ষ মনে করে, ছাত্র-ছাত্রীরা যতদিন পর্যন্ত এ আচরণ বিধি মেনে চলবে ততদিন তাদের সাহায্য সহযোগিতা করা আমাদের কর্তব্য। আমি এবং আমার প্রশাসন ছাত্র-ছাত্রীদের কল্যাণার্থে নিয়োজিত। মাঝে মাঝে বিরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হই না তা নয়। আমরা তা কাটিয়ে উঠতে পেরেছি। আমি মনে করি, দল উর্ধ্বে যদি প্রশাসন ও বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতারা থাকতে পারে তবে পরিস্থিতি খারাপ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। আমাদের পবিত্র দায়িত্ব হওয়া উচিত আলোচনার মাধ্যমে সকল ভুল বুঝাবুঝির অবসান করা। ২১ উদযাপন বিতর্ক সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এ অভিযোগ সত্য নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্র-ছাত্রী-শিক্ষক-কর্মচারি ব্যাপক উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ২১ উদযাপন হয়েছে। পত্রিকায় চ.বি-তে ২১ উদযাপনের ছবি ও সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এ উপলক্ষে সাংস্কৃতি ও আলোচনা সভায় ছাত্র-ছাত্রীরা অংশ গ্রহণ করেছে। ১৯৯১ সালের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে, বিধ্বস্ত শহীদ মিনারটি পনঃনির্মাণে গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। রাজনীতি মানবজীবনের একটি স্বাভাবিক দিক। প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে সব মানুষই রাজনীতির সঙ্গে কম বেশি জড়িত হয়ে পড়ে। ছাত্র সমাজও এর ব্যতিক্রম নয়। ছাত্র-ছাত্রীদের উচিত বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে সংকীর্ণতা পরিহার করে ভবিষ্যতের জন্যে রাজনৈতিক শিক্ষা নেয়া। ছাত্র সমাজ জাতিকে অনেক কিছুই দিয়েছে। চাকুস নির্বাচন সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, চাকসু নির্বাচন অবশ্যই অনুষ্ঠিত হবে। বিশ্ববিদ্যালয় সচল রাখার জন্যে এর বিকল্প নেই। ক্যাম্পাসের অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। কিছু কিছু সংগঠন নির্বাচন নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছে। আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সকল ছাত্র সংগঠনের মতামতের ভিত্তিতে চাকসু নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হবে। যে পর্যন্ত নতুন চাকসু নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা না করা হবে ততদিন বর্তমান চাকসু কার্যক্রম চালিয়ে যাবে। বর্তমান চাকসু কর্মকর্তারা আগামী চাকসুর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, সাংস্কৃতিক তৎপরতা বন্ধ এটা বোধ হয় বলা ঠিক হবে না। এ বছর যেভাবে "রেগ ডে" উদযাপন করা হয়েছে তার নজীর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে তো নেই, অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে কি-না সন্দেহ। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতিটি বিভাগে নবীনবরণ ও ছাত্র-ছাত্রীদের বিদায় অনুষ্ঠান হচ্ছে। এ পর্যন্ত ২১টি বিভাগে এবং ইনস্টিটিউটে ছাত্র-ছাত্রীদের নবীনবরণ, সপ্তাহব্যাপী সাহিত্য প্রতিযোগিতা ও ইনডোর গেম হয়ে গেছে। ভৌত বিজ্ঞান, রাজনীতি বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ব্যবস্থাপনা বিভাগে সেমিনার ও সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। অন্যান্য বিভাগে হতে যাচ্ছে। সিনেট নির্বাচন সম্পর্কে বলেন, সকল পর্ষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুধু সিনেটই বাকী। কিছুদিনের মধ্যেই সিনেট নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের রয়েছে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে : ইয়াসিন হীরা।